জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪৫, মনিপুরী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
ফোনঃ ৯১০১২৯৮, ৯১১৬৭৩১, ৯১৪৫৫১১, ফ্যাক্সঃ ০২-৯১২১৫২৩,
ওয়েবঃ www.jdpc.gov.bd,
ই-মেইলঃ info@jdpc.gov.bd, ed@jdpc.gov.bd

০১. ভূমিকা/পরিচিতি/গঠনঃ

আশির দশক থেকে বিশ্ববাজারে পাট এবং প্রচলিত পাটপণ্যের চাহিদা ও মূল্য হ্রাস, কৃত্তিম তন্তু এবং স্বল্প মূল্যের সিনথেটিক দ্রব্যের ব্যাপক আবির্ভাবের ফলে বাংলাদেশ পাট শিল্প ব্যাপক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে প্রচলিত পাটপণ্যের পাশাপাশি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদামাফিক উচ্চমূল্য সংযোজিত এবং উন্নতমানের বহুমুখী পাটপণ্য সামগ্রী উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষে ২০০২ সালে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইউরোপীয় কমিশনের অর্থায়নে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) স্থাপিত হয়। জেডিপিসি ২০০২-২০১২ পর্যন্ত ১ম ও ২য় পর্যায়ের সকল কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করে এখন তৃতীয় পর্যায়ের (২০১৩-২০১৭) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। ৩য় পর্যায়ের কার্যক্রম ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ সময়ে শেষ হবে।

জেডিপিসি অফিস ১৪৫ মনিপুরী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকায় অবস্থিত। পাটপণ্য বহুমুখীকরণ প্রক্রিয়া ও কার্যক্রমকে সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য দেশের ৬টি বিভাগ এবং জেলা শহরে মোট ৬টি বহুমুখী পাট শিল্প উদ্যোক্তা সেবা কেন্দ্র (জেইএসসি) স্থাপন করা হয়েছে। সেন্টারগুলো হলোঃ (১) ঢাকা, (২) নরসিংদী, (৩) চট্রগ্রাম, (৪) রংপুর, (৫) যশোর এবং (৬) টাঙ্গাইল।

জেডিপিসি'র কার্যক্রমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষে পাট শিল্প সম্পৃক্ত অন্যান্য সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও শিল্প সংগঠনের সাথে ইতোমধ্যে সংযোগ স্থাপন ও সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। কার্যক্রমের সুবিধার্থে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(ক) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)
(খ) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)
(গ) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড (বাতাঁবো)
(ঘ) বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি)
(ঙ) British Traidcraft
(চ) SME Foundation

০২। অর্থায়নঃ

জেডিপিসির প্রতিষ্ঠাকালে ইউরোপিয়ন ইউনিয়ন জেডিপিসি'র জন্য ২০.০০ কোটি টাকা রিভিলিং ফান্ড এবং ৩:০০ কোটি টাকা গ্রান্ট ফান্ড হিসেবে প্রদান করে। ইউরোপিয় ইউনিয়নের পরামর্শ ক্রমে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং বেসিক ব্যাংকের মধ্যে ১৯.০৪.২০০১ তারিখে স্বাক্ষরিত MOU অনুযায়ী বেসিক ব্যাংক জেডিপিসির ফান্ড ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছে।

০৩. ভিশনঃ

পাটের ব্যবহার সম্প্রসারণে পাটপণ্যের বহুমুখীকরণ।

০৪. মিশনঃ

বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে নতুন উদ্যোক্তা তৈরী, নতুন ডিজাইন ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বাজারজাতকরণ কৌশল উন্নয়নের মাধ্যমে পাটপণ্যের ব্যবহার সম্প্রসারণ।

০৫. কৌশলগত উদ্দেশ্যেসমূহ (Strategic Objectives):

৫.১ জেডিপিসির কৌশলগত উদ্দেশ্যেসমূহ

(১) বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা
(২) বহুমুখী পাটপণ্যের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণে সহযোগিতা
(৩) বহুমুখী পাটপণ্যের ডিজাইন উন্নয়নে গবেষণা
(৪) বহুমুখী পাটপণ্যের প্রচার, প্রসার ও ব্যবহার সম্প্রসারণে উদ্যোগ গ্রহণ
(৫) বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা

৫.২ জেডিপিসির আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যেসমূহ

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
৩. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন;
৪. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন;
৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

০৬. কার্যাবলী (Functions):

(১) বহুমুখী পাটশিল্পে উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে বেসরকারী উদ্যোক্তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান ;

(২) বহুমুখী পাটপণ্যের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন মেলা, ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন ও বাজার সমীক্ষা ;
(৩) জুট ডাইভারসিফাইড প্রডাক্ট উপযোগী ডিজাইন উন্নয়নে গবেষণার জন্য Research & Development Institution এর গবেষণাকারীদের সহায়তায় ডিজাইন উন্নয়ণ করে তা বাণিজ্যিকিকরণের ব্যবস্থাকরণ ;
(৪) বহুমুখী পাটপণ্যের প্রচার, প্রসার ও ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য সচেতনতা কর্মশালা /উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালার আয়োজন;
(৫) বহুমুখী পাটশিল্প স্থাপনে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের উচ্চমূল্য সংযোজিত পাটপণ্য সামগ্রী উৎপাদনে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সরবরাহ ও সহযোগিতা প্রদান;
(৬) উদ্যোক্তাদের সহজ ও সুলভমূল্যে কাঁচামাল প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান ;
(৭) উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তির জন্য লিংকেজ সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান;

০৭. পাট শিল্প উদ্যোক্তা সেবা কেন্দ্র (জেইএসসি) এর গুরুতপূর্ণ কার্যক্রমঃ

(১) তাঁত গুচ্ছ এলাকা চিহ্নিতকরণ, তাঁতী নির্বাচন এবং তাঁদেরকে বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ ও সম্প্রক্তকরণ;
(২) বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে তাঁতীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও উৎকর্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান;
(৩) বহুমুখী পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য সচেতনতা কর্মশালা আয়োজন;
(৪) বহুমুখী পাটপণ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে আগ্রহী উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ;
(৫) বহুমুখী পাটপণ্য উৎপদনকারী উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনানুসারে সম্প্রসারণ সেবা, কারিগরী ও প্রযুক্তি সহায়তা ও বিপণন সহায়তাসহ প্যাকেজ অব সার্ভিসেস প্রদান;
(৬) বহুমুখী পাটপণ্যের মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন;
(৭) স্থানীয় ও শহরের ক্রেতাদের সাথে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান;
(৮) বহুমুখী পাটপণ্যের উপাত্ত ব্যাংক স্থাপনে এবং কেন্দ্রের আওতাধান এলাকা সম্পর্কিত তথ্যাবলী পরিধারন, সংরক্ষণ ও সরবরাহকরণ;
(৯) স্থানীয় মেধা ভিত্তিক নকশা ও নমুনা উন্নয়ন এবং পল্লী অঞ্চলের ভোক্তাদের মদ্যে বিতরণ;
(১০) উৎপাদনকারীদেরকে নিমিত নকশা নমুনা সরবরাহকরণ;
(১১) পণ্যের গুনগত মান উন্নয়ন ও বাজার বিস্তৃতির জন্য ক্রেতা-বিক্রেতা সুম্মিলন আয়োজন;
(১২) বর্তমানে উৎপাদিত পাটের বহুমুখী পণ্য সামগ্রী ও পাটের বহুমুখী প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্পর্কে ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী নিয়মিত প্রদর্শনের ব্যবস্থাকরণ;

(১৩) চাহিদা অনুযায়ী যৌক্তিক মূল্য কাঁচামাল ও অ্যাক্সেসরিজ সরবরাহের ব্যবস্থাকরণ;
(১৪) সেবাকেন্দ্রের পরিসীমার উৎপাদকদের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
(১৫) সরকারী, বেসরকারী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান/সংস্থার সাথে সমন্বয় ও যোগাযোগের দায়ত্ব পালন।

০৮. জনবল /সাংগঠনিক কাঠামোঃ

জেডিপিসি'র ব্যবস্থাপনার জন্য একজন নির্বাহী পরিচালক ও তিন জন পরিচালকসহ মোট ৪৩জন সহযোগী কর্মকর্তা/কর্মচারী রয়েছে। জেডিপিসি'র কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে ২০ সদস্য বিশিষ্ট একটি স্টীয়ারিং কমিটি গভর্নিং বডি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

০৯। জনবলের বিবরণ

৯.১ বিশেষজ্ঞ পর্যায় কর্মকর্তা

১।	নির্বাহী পরিচালক	-	০১
২।	পরিচালক (বাজার গবেষণা ও উন্নয়ন)	-	০১
৩।	পরিচালক (বাস্তবায়ন পরিধারণ ও মূল্যায়ন)	-	০১
৪।	পরিচালক (ডিজাইন ও ফ্যাশন)	-	০১

			০৪

৯.২ সহযোগী কর্মকর্তা/কর্মচারী

১।	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	-	০১
২।	প্রযুক্তি নির্বাহী কর্মকর্তা	-	০১
৩।	বিপণন নির্বাহী কর্মকর্তা	-	০১
৪।	প্রকল্প মূল্যায়ন ও পরিধারণ নির্বাহী কর্মকর্তা	-	০১
৫।	উর্ধ্বতন নকশা নির্বাহী কর্মকর্তা	-	০১
৬।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	-	০১
৭।	সেক্রেটারী	-	০৪
৮।	হিসাব সহকারী -তথা-ক্যাশিয়ার	-	০১
৯।	কম্পিউটার ও ডাটা ব্যাংক অপারেটর	-	০১
১০।	অভ্যর্থনাকারী-কাম-টেলিফোন অপারেটর এবং লিয়েইজ্ন্ সহকারী	-	০১
১১।	গাড়ী চালক	-	০৪
১২।	বার্তাবাহক	-	০২
১৩।	এমএলএসএস	-	০৪
১৪।	ক্লিনার	-	০১

			২৪

৯.৩ বহুমুখী পাট শিল্প উদ্যোক্তা সেবা কেন্দ্র (জেইএসসি)-এর জনবল

১।	সেন্টার ইন চার্জ	-	০৬
২।	এক্সটেনশন এ্যান্ড মার্কেটিং অ্যাসিস্ট্যান্ট	-	০৬
৩।	এমএলএসএস	-	০৬

			১৮

মোট (ক+খ+গ) জনবল	-	৪৬
কর্মরত (ক+খ+গ) জনবল	-	৪৩

৯.৪ গভর্নিং বডি/ স্টীয়ারিং কমিটি

০১।	সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
০২।	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, ৯১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা। (যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের নিম্নে নয় এমন কর্মকর্তাকে প্রেরণের অনুরোধসহ)	সদস্য
০৩।	অতিরিক্ত সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
০৪।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি), আদমজী কোর্ট, ১১৫-১২০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	সদস্য
০৫।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বিটিএমসি ভবন, ৭-৯ কাওরান বাজার (৫ম তলা), তেজগাঁও, ঢাকা।	সদস্য
০৬।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক), ১৩৭-১৩৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	সদস্য
০৭।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
০৮।	নির্বাহী সদস্য-১, বিনিয়োগ বোর্ড, জীবন বীমা টাওয়ার (২০ তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।	সদস্য
০৯।	মহাপরিচালক, মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
১০।	নির্বাহী পরিচালক, জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার, ১৪৫ মনিপুরী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।	সদস্য
১১।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), মানিক মিয়া এ্যাভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	সদস্য
১২।	যুগ্ম-প্রধান (পাট, বস্ত্র ও বেপজা উইং), শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, ব্লক-৩ (দ্বিতীয় তলা), কক্ষ নং-১৮, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	সদস্য
১৩।	মহাপরিচালক, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ব্লক-১২ (২য় তলা), শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	সদস্য
১৪।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, সেনা কল্যাণ ভবন (৫ম তলা), ১৯৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	সদস্য
১৫।	উপ-প্রধান (পরিকল্পনা), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
১৬।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন (বিজেএমএ), আদমজী কোর্ট, ১১৫-১২০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	সদস্য
১৭।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন (বিজেএসএ), ৫৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা।	সদস্য
১৮।	সভাপতি, দি ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই), ফেডারেশন ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	সদস্য
১৯।	সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), ৬৫-৬৬ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	সদস্য
২০।	নির্বাহী পরিচালক, জেডিপিসি	সদস্য-সচিব

১০.বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা:

জেডিপিসি’র নিয়মিত কার্যক্রমের মধ্যে প্রশিক্ষণ অন্যতম। জেডিপিসি বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টিসহ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানে বিশাল ভূমিকা রাখছে । জেডিপিসি ২০১৫- ২০১৬ অর্থবছরে ৭ টি ক্যাটাগরীর (দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ , পণ্যের মূল্য নির্ধারণ প্রশিক্ষণ, মার্কেটিং এর উপর প্রশিক্ষণ, ডিজাইন এর উপর প্রশিক্ষণ , পণ্যের গুনগতমান উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও উচ্চ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ) মাধ্যমে উদ্যোক্তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে ।

১০.১ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ: জেডিপিসি আয়োজিত প্রশিক্ষণগুলির মধ্যে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ অন্যতম। ০৫ দিন ব্যাপী এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণকে হাতে কলমে বহুমুখী পাটপণ্য তৈরী শেখানো হয়। জেডিপিসি ও জেইএসসির মাধ্যমে সারা দেশব্যাপী এ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	স্থান	তারিখ	অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা
০১।	টেক্সটাইল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, ঢাকা	০৮-১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫	২২ জন
০২।	জেইএসসি, নরসিংদী	১০-১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫	২০ জন
০৩।	জেইএসসি, টাঙ্গাইল	০৯-১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫	২৪ জন
০৪।	জামালপুর	৩- ৬ অক্টোবর (সকাল) ২০১৫	৩০ জন
০৫।	জামালপুর	৩- ৬ অক্টোবর (বিকাল) ২০১৫	৩০ জন
০৬।	জেইএসসি, চট্রগ্রাম	২৫-২৯ অক্টোবর ২০১৫	২৪ জন
০৭।	জেইএসসি, নরসিংদী, মৌলভীবাজার	১০-১৪ নভেম্বর ২০১৫	৩৪ জন
০৮।	জেইএসসি (রংপুর), নিলফামারী	১৫-১৯ নভেম্বর ২০১৫	২৩ জন
০৯।	জেইএসসি (যশোর), খুলনা	১৪- ১৮ নভেম্বর ২০১৫	২৫ জন
১০।	কানাইপুর ইউনিয়ন পরিষদ, ফরিদপুর	১৬-২০ মার্চ ২০১৬	২২ জন
১১।	রামু, কক্সবাজার	২৭-৩১ মার্চ ২০১৬	২৪ জন
১২।	গ্রীন নারী কল্যান ফাউন্ডেশন, খুলনা	১৬-২০ মার্চ ২০১৬	২০ জন
১৩।	জেডিপিসি, ঢাকা	০৮-১২ মে ২০১৫	২০ জন
১৪।	জেডিপিসি, ঢাকা	১২-১৬ জুন ২০১৫	২০ জন
১৫।	চক পৈলানপুর, পাবনা	০৯-১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫	২৫ জন
১৬।	মেলান্দহ জাগরণ মহিলা সমবায় সমিতি, জামালপুর	১৬-২০ মার্চ ২০১৬	২২ জন
১৭।	মেলান্দহ জাগরণ মহিলা সমবায় সমিতি, জামালপুর	০৩-০৭ জুন ২০১৬	২১ জন

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, চট্রগ্রাম

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, জামালপুর

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, রংপুর	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, মৌলভীবাজার

১০.২ পণ্যের মূল্য নির্ধারণ প্রশিক্ষণ :

বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাগন যাতে বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনের পর সঠিক পদ্ধতিতে ফেব্রিক্স কনজামশন, মেটিরিয়াল কনজামশন ও পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে পারে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ।

ক্রমিক নং	স্থান	তারিখ	অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা
০১।	জেডিপিসি	২৯ জুলাই, ২০১৫	২০ জন
০২।	জেইএসসি, ঢাকা	১৬ সেপ্টেম্বর , ২০১৫	২০ জন
০৩।	জেইএসসি, যশোর, খুলনা	০৯ অক্টোবর,২০১৫	২১ জন
০৪।	জেইএসসি, রংপুর, নিলফামারী	২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৫	২২ জন
০৫।	জেডিপিসি	২৭ ডিসেম্বর, ২০১৫	২০ জন
০৬।	কানাইপুর ইউনিয়ন পরিষদ, ফরিদপুর	২২ মার্চ ২০১৬	২২ জন
০৬।	গ্রীন নারী কল্যান ফাউন্ডেশন, খুলনা	২২ মার্চ ২০১৬	২০ জন
০৭।	জেডিপিসি, ঢাকা	১৪ মে ২০১৫	২০ জন
০৮।	জেডিপিসি, ঢাকা	১৮ জুন ২০১৫	২০ জন
০৯।	মেলান্দহ জাগরণ মহিলা সমবায় সমিতি, জামালপুর	২৮ মার্চ ২০১৬	২২ জন

পণ্যের মূল্য নির্ধারণ প্রশিক্ষণ,ঢাকা	পণ্যের মূল্য নির্ধারণ প্রশিক্ষণ, বস্ত্র দপ্তর, ঢাকা

১০.৩ ডিজাইন উন্নয়ন প্রশিক্ষণ : বহুমুখী পাটপণ্যসমূহের দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজার উপযোগী ডিজাইন সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা প্রণয়নের লক্ষ্যে বহুমুখী পাটপণ্য উদ্যোক্তা, সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ডিজাইনারদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দিনব্যাপী এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বহুমুখী পাটপণ্যের ডিজাইন সংক্রান্ত প্রচলিত ধারা, এ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ এবং এই চ্যালেঞ্জসমূহ কাটিয়ে উঠে কিভাবে সামনে আরো যুগোপযোগী ডিজাইন উন্নয়ন করা যায় সে বিষয়ে একটি দিক নির্দেশনা প্রাপ্তির লক্ষ্যে এ কর্মশালার আয়োজন।

ক্রমিক নং	স্থান	তারিখ	অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা
০১।	জেডিপিসি	২১-২২ জুন ২০১৫	২০ জুন
০২।	জেডিপিসি, ঢাকা	৩০ নভেম্বর -০১ ডিসেম্বর ২০১৫	২৬ জন
০৩।	জেইএসসি, যশোর, খুলনা	৯-১০ ডিসেম্বর ২০১৫	২২ জন
০৪।	জেইএসসি, রংপুর, কুড়িগ্রাম	২০-২১ নভেম্বর ২০১৫	২২ জন
০৫।	জেডিপিসি	৩০-৩১ ডিসেম্বর ২০১৫	২০ জন
০৬।	জেডিপিসি, ঢাকা	১৫-১৬ মে ২০১৫	২০ জন
০৭।	জেডিপিসি, ঢাকা	১৯- ২০ জুন ২০১৫	২০ জন
০৮।	মেলান্দহ জাগরণ মহিলা সমবায় সমিতি, জামালপুর	১৩ জুন ২০১৬	২২ জন

ডিজাইন এর উপর প্রশিক্ষণ, ঢাকা

ডিজাইন এর উপর প্রশিক্ষণ, ঢাকা

১০.৪ মার্কেটিং এর উপর প্রশিক্ষণ : বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাগন যাতে বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনের পর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বহুমুখী পাটপণ্য বাজারজাতকরণ করতে পারে সে লক্ষ্যে বাজারজাতকরণ কৌশল, আধুনিক বাজারজাতকরণ পদ্ধতি, ই- মার্কেটিং ও বাজারজাতকরণ কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ।

ক্রমিক নং	স্থান	তারিখ	অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা
০১।	জেডিপিসি	৩০ জুলাই, ২০১৫	২০ জন
০২।	জেইএসসি, ঢাকা	২২, সেপ্টেম্বর, ২০১৫	২২ জন
০৩।	জেডিপিসি	২ ৮ ডিসেম্বর, ২০১৫	২০ জন
০৪।	কানাইপুর ইউনিয়ন পরিষদ, ফরিদপুর	২২ মার্চ ২০১৬	২২ জন
০৫।	গ্রীন নারী কল্যান ফাউন্ডেশন, খুলনা	২১ মার্চ ২০১৬	২২ জন
০৬।	জেডিপিসি, ঢাকা	১৭-১৮ মে ২০১৫	২০ জন
০৭।	জেডিপিসি, ঢাকা	২১-২২ জুন ২০১৫	২০ জন
০৮।	মেলান্দহ জাগরণ মহিলা সমবায় সমিতি, জামালপুর	২৭ মার্চ ২০১৬	২২ জন

  মার্কেটিং এর উপর প্রশিক্ষণ,ঢাকা	 মার্কেটিং এর উপর প্রশিক্ষণ, বস্ত্র পরিদপ্তর

১০.৫ পণ্যের গুনগতমান উন্নয়ন প্রশিক্ষণ :

বহুমুখী পাটপণ্যর গুনগত মান উন্নয়নের জন্য পন্যের গুনগতমান উন্নয়ন পদ্ধতি, ডিজাইন উন্নয়ন,কোয়ালিটি কন্ট্রোল, কোয়ালিটি চেকিং ও পণ্যের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ক্রমিক নং	স্থান	তারিখ	অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা
০১।	জেডিপিসি, ঢাকা	২৮ জুলাই,২০১৫	২০ জন
০২।	জেডিপিসি, ঢাকা	৩১ ডিসেম্বর,২০১৫	২০ জন
০৩।	জেডিপিসি, ঢাকা	১৯ মে ২০১৫	২০ জন
০৪।	জেডিপিসি, ঢাকা	২৩ জুন ২০১৫	২০ জন
০৫।	মেলান্দহ জাগরণ মহিলা সমবায় সমিতি, জামালপুর	১২ জুন ২০১৬	২২ জন

 পণ্যের গুনগত মানউন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ঢাকা	 পণ্যের গুনগত মানউন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ঢাকা

১০.৬ ডাইং এন্ড ফিনিশিং এর উপর প্রশিক্ষণ:

উদ্যোক্তারা যাতে colorful and Qualityful বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন করতে পারে সে লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদেরকে জেডিপিসির অধীনে ডাইং এন্ড ফিনিশিং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন ধরনের ডাইং(vegetable dyeing& AZO free dyeing , camicall Dyeing এবং বিভিন্ন ধরনের প্রিন্টিং বিষয়ে ধরনা প্রদান করা হয় ।

ক্রমিক নং	স্থান	তারিখ	অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা
০১।	বিজেআরআই, ঢাকা	২৯-৩১ ডিসেম্বর	২০ জন

১০.৭ উচ্চ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ : জেডিপিসি আয়োজিত প্রশিক্ষণগুলির মধ্যে উচ্চ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ অন্যতম। ০৪ দিন ব্যাপী এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণকে হাতে কলমে বহুমুখী পাটপণ্য তৈরী শেখানো হয়। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অফিস ব্যাগ লেডিস ব্যাগ, স্কুল ব্যাগ, ল্যাপটপ ব্যাগ, টিস্যু ব্যাগ ও ফাইল ফোল্ডার বানানো শেখানো হয়।

উচ্চ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	স্থান	তারিখ	অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা
০১।	জেইএসসি, যশোর, খুলনা	২৭-৩০ জুলাই, ২০১৫	২১ জন
০২।	জেইএসসি, রংপুর, কুড়িগ্রাম	১৬-১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৫	২২ জন
০৩।	জেডিপিসি	২৩-২৫ জুলাই, ২০১৫	২০ জন
০৪।	টেক্সটাইল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, ঢাকা	১৭- ২১, সেপ্টেম্বর, ২০১৫	২২ জন
০৫।	জেডিপিসি, ঢাকা	২১-২৫ মে ২০১৫	২০ জন
০৬।	জেডিপিসি, ঢাকা	২৫-২৮ জুন ২০১৫	২০ জন
০৭।	মেলান্দহ জাগরণ মহিলা সমবায় সমিতি, জামালপুর	২১-২৪ মার্চ ২০১৬	২২ জন
০৮।	মেলান্দহ জাগরণ মহিলা সমবায় সমিতি, জামালপুর	০৮-১১ জুন ২০১৬	২১ জন

উচ্চ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, বস্ত্র দপ্তর

উচ্চ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, বস্ত্র দপ্তর

উচ্চ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, বস্ত্র দপ্তর	উচ্চ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, জেডিপিসি

১১. বহুমুখী পাটপণ্যের মেলা আয়োজন/অংশগ্রহণ: বহুমুখী পাটপণ্য উদ্যোক্তাদের পণ্য বাজারজাতকরণ এবং পাটপণ্যের প্রচার, প্রসার ও ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জেডিপিসি ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য জেলায় একক ও যৌথভাবে ৬১টি উচ্চমূল্য সংযোজিত বহুমুখী পাটপণ্যের মেলার আয়োজন করেছে।

ক্রমিক নং	স্থান	তারিখ	অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা
০১।	বৈশাখী মেলা মাঠ, জামালপুর	০২ - ০৬ আগষ্ট ২০১৫	৪২ জন
০২।	পলোগ্রাউন্ড মাঠ, চট্টগ্রাম	২৫ অক্টোবর - ৩০ নভেম্বর ২০১৫	১২ জন
০৩।	আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা	০১-৩১ জানুয়ারী,২০১৬	২২ জন
০৪।	টাউন হল মাঠ, যশোর	১৩-১৬ এপ্রিল ২০১৬	৫০ জন
০৫।	বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র	৬-৮ মার্চ ২০১৬	৮৩ জন
০৬।	বানিজ্য মেলা মাঠ (পরিবেশ মেলা)	১২-১৪ জুলাই, ২০১৫	০৭ জন
০৭।	বিসিক প্রাঙ্গণ	২৭ -৩১ ডিসেম্বর ২০১৫	০৩ জন
০৮।	থাইল্যান্ড জাতীয় কনভেনশন সেন্টার (QSNCC), থাইল্যান্ড	৩০ মে -০১ জুন ২০১৬	১০ জন
০৯।	বৈশাখী মেলা মাঠ, টাঙ্গাইল	২৪-২৮ এপ্রিল ২০১৬	০২ জন
১০।	জেলা প্রশাসক কার্যালয় মাঠ, টাঙ্গাইল	১৪-২১ এপ্রিল ২০১৬	০২ জন
১১।	বৈশাখী মেলা মাঠ, জামালপুর	১৩-২২ এপ্রিল ২০১৬	০৭ জন
১২।	জেলা ষ্টেডিয়াম, টাঙ্গাইল	১-৩১ মার্চ ২০১৬	০২ জন

পাটের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০ বাস্তবায়নে সহায়তাকারীদের সম্মাননা প্রদান উপলক্ষ্যে ৬-০৩-২০১৬ থেকে ০৮-০৩-২০১৬ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জেডিপিসি আয়োজিত বহুমুখী পাটপণ্যের একক মেলা ও প্রদর্শনী যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী উদ্বোধন করেন। সকল শ্রেনীর দর্শক মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখেন দৃষ্টিনন্দন বহুমুখী পাটপণ্যের সমাহার। এই সফল প্রদর্শনীর পর থেকেই সারা দেশের সকল শ্রেনীর মানুষের মধ্যে বহুমুখী পাটপণ্য সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। দেশব্যপী বহুমুখী পাটপণ্যের একটি পৃথক ইমেজ তৈরী হয়েছে। মানুষ আগ্রহ সহকারে বহুমুখী পাটপণ্য ব্যবহারে আকৃষ্ট হচ্ছে;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বহুমুখী পাটপণ্য মেলা ২০১৬ উদ্বোধন এবং স্টলসমূহ পরিদর্শন করেন

বহুমুখী পাটপণ্য মেলা ২০১৬

প্রতিবছরের ন্যায় জেডিপিসি ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৬ এ ১টি প্যাভিলিয়ন নিয়ে অংশগ্রহণ করে। উক্ত প্যাভিলিয়নে সারা দেশ থেকে জেডিপিসি'র তালিকাভূক্ত ২৬ জন উদ্যোক্তা বহুমুখী পাটপণ্য নিয়ে অংশগ্রহণ করে।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১৬ এ জেডিপিসি'র প্যাভিলিয়ন

৩০ শে মে থেকে ১লা জুন ২০১৬ থাইল্যান্ড ব্যাংককে অনুষ্ঠিত Bangladesh Trade & Investment Expo-2016 জেডিপিসি'র ৭টি স্টলে ১০ জন উদ্যোক্তা আকর্ষণীয় বহুমুখী পাটপণ্য নিয়ে অংশগ্রহণ করে।

Bangladesh Trade & Investment Expo 2016

- এছাড়া বহুমুখী পাটপণ্য উদ্যোক্তাদের পণ্য বাজারজাতকরণ এবং পাটপণ্যের প্রচার, প্রসার ও ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেডিপিসি বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় শহরে একক ও যৌথভাবে মেলার আয়োজন করেছে;

জামালপুরে জেডিপিসি আয়োজিত বহুমুখী পাটপণ্যের একক মেলা

যশোরে জেডিপিসি আয়োজিত বহুমুখী পাটপণ্যের একক মেলা

১২. বহুমুখী পাটপণ্যের ডিজাইন উন্নয়নে গবেষণা

জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) এর উদ্যোগে গত ২৯-০৬-২০১৬ তারিখে বহুমুখী পাটপণ্যের ডিজাইন উন্নয়নে গবেষণা বিষয়ক একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। বহুমুখী পাটপণ্যসমূহের দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজার উপযোগী ডিজাইন সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা প্রণয়নের লক্ষ্যে বহুমুখী পাটপণ্য উদ্যোক্তা, সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ডিজাইনারদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দিনব্যাপী এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বহুমুখী পাটপণ্যের ডিজাইন সংক্রান্ত প্রচলিত ধারা, এ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ এবং এই চ্যালেঞ্জসমূহ কাটিয়ে উঠে কিভাবে সামনে আরো যুগোপযোগী ডিজাইন উন্নয়ন করা যায় সে বিষয়ে একটি দিক নির্দেশনা প্রাপ্তির লক্ষ্যে এ কর্মশালার আয়োজন।

(ক) কর্মশালায় বহুমুখী পাটপণ্যের ডিজাইন সংক্রান্ত যে সমস্ত চ্যালেঞ্জ আছে তা অংশগ্রহণমূলক আলোচনায় চিহ্নিত করা হয়। চ্যালেঞ্জসমূহ হচ্ছেঃ

বায়ারদের দেয়া ডিজাইন হুবহু অনুকরণ করাটা সব সময়ই একটা চ্যালেঞ্জের বিষয়। কারণ এখানে অনেক ধরণের খুটিনাটি ও কারিগরী দিক থাকে যেটা সঠিকভাবে করার সামর্থ্য অধিকাংশ উদ্যোক্তাদের নেই; আমাদের দেশের Artist এর commercial process টা তেমন বোঝে না বা কম বোঝে। ফলে তাদেরকে দিয়ে ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোন থেকে উপযোগী একটি ডিজাইন তৈরী করানোর ক্ষেত্রে অনেক বেগ পেতে হয়; উপযুক্ত ডিজাইন করার জন্য দক্ষ Artist বা Graphic Designer এর অভাব এ ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ; নতুন উদ্যোক্তাদের একজন ডিজাইনার রাখার মতো সামর্থ্য থাকে না। ফলে চাইলেই কেউ নতুন ডিজাইন নিয়ে বা মৌলিক ডিজাইন নিয়ে কাজ করতে পারে না; কালার এবং Equipment সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা পাওয়ার মতো কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান না থাকার কারণে উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন সংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যে সব প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে তা অনেক সময় Specific হয় না। ফলে উদ্যোক্তারা তাদের ফোকাসটা হারিয়ে ফেলেন; উদ্যোক্তারা ডিজাইন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষণ এবং কোথায় বা কার কাছে গেলে এ সংক্রান্ত পরামর্শ, সহযোগীতা ও দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে তা না জানার কারণে অনেক সময় নতুন কোন উদ্যোগ নিতে পারে না। বাংলাদেশের অধিকাংশ উদ্যোক্তাদের নিজস্ব কোন ডিজাইন সংক্রান্ত গবেষণা বা উন্নয়ন ইউনিট নেই। এমনকি সরকারী পর্যায়েও নেই। তাই নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবন করা সম্ভব হচ্ছে না। উদ্যোক্তারা সব সময় সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে কাঁচামাল চাহিদামতো পান না বা কাঁচামালের নিরবিচ্ছন্ন সরবরাহ

থাকে না। ফলে উদ্যোক্তারা অনেক সময় কাংক্ষিত পরিমান পণ্য তৈরী করতে পারে না। ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে কালার ট্রেন্ড এবং কালার কোড অনুসরণ করতে হয়। এ বিষয়ে সহযোগিতা দেয়ার মতো সরকারী বা বেসরকারী পর্যায়ে কোন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে গড়ে ওঠেনি। আমাদের বেশীরভাগ উদ্যোক্তাদের ফ্যাক্টরীসমূহ compliance নয়। তাই সরাসরি পণ্য কেনার জন্য বিদেশী বায়ার আগ্রহ প্রকাশ করে না। সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ দিয়েই তাদের দায়িত্ব শেষ করে। পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত কোন ফলোআপ এর ব্যবস্থা না থাকায় এই প্রশিক্ষণ সমূহের বাস্তবমুখী যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয় না। বহুমুখী পাটপণ্য সংক্রান্ত গবেষণা বাংলাদেশে অপ্রতুল। ডিজাইন নিয়েও উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণা নেই। তাই এ সংক্রান্ত নতুন নতুন জ্ঞান ও সম্ভাবনা তৈরীর জায়গায় যথেষ্ট ঘাটতি আছে। বাংলাদেশে বহুমুখী পাটপণ্য এর কোন ডিজাইন ব্যাংক নেই। উদ্যোক্তারা যে যার মতো করে ডিজাইন করে যাচ্ছে। সেগুলো সংগ্রহ করা ও সংরক্ষণ করার কোন ব্যবস্থা বা উদ্যোগ সরকারী বা বেসরকারী পর্যায়ের কারো নেই। আমরা পাটপণ্য বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বিদেশের বাজার বা রপ্তানী বাণিজ্যের দিকে বেশী প্রাধাণ্য দেই। দেশী বাজার সম্প্রসারণের তেমন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না। পাটশিল্প সংশ্লিষ্ট অনেক সরকারী প্রতিষ্ঠানেও সার্বক্ষণিক ডিজাইনার নেই। ফলে তারা এ বিষয়ে কোন সহযোগীতা উদ্যোক্তাদের দিতে পারেন না। বিজেএমসি'র উৎপাদিত ফেব্রিক্স বিদেশে রপ্তানীর জন্য নির্ধারিত মূল্যেই দেশীয় উদ্যোক্তাদের কিনতে হয়। ফলে উদ্যোক্তারা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। আমাদের দেশে গ্রাফিক ডিজাইনারদের অর্থনৈতিকভাবে তেমন মূল্যায়ন করা হয় না। একজন ডিজাইনার একটি পণ্যকে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলেন। সুতরাং তার মুল্যায়নটাও যথাযথ হওয়া চাই। পাটশিল্পের সামগ্রিক বিষয়সমূহ শুধুমাত্র ঢাকা কেন্দ্রিক। এগুলোকে বিকেন্দ্রীকরণ করা জরুরী। এ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে তথ্য বিনিময় সংক্রান্ত উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। বাংলাদেশে কোন ডিজাইন কনশালটেশন গ্রুপ নেই যারা এ সংক্রান্ত বিষয়ে সবাইকে পরামর্শ বা সযোগিতা দিতে পারে। বাংলাদেশে বহুমুখী পাটপণ্যের ডিজাইন সংক্রান্ত কোন one stop services centre নেই । যেখানে ডিজাইন সংক্রান্ত সকল সুবিধা একটা কমন প্লাটফর্ম এ পাওয়া যাবে। ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমাদের অসক্ষমতাই বড় সমস্যা। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, অ্যাক্সেসরিজ, ডিজাইন প্রভৃতির জন্য একটা সমন্বিত পদক্ষেপের অভাব একটা বড় চ্যালেঞ্জ এবং বহুমুখী পাটপণ্যের ডিজাইন এর ক্ষেত্রে আমাদের কোন Professional Services Provider Group নেই।

(খ) কর্মশালায় সতঃস্ফূর্ত আলোচনায় সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণের পাশাপাশি এই সমস্যাসমূহ থেকে উত্তরণের জন্য অংশগ্রহণকারীগণ বেশ কিছু সুপারিশ প্রস্তাব করেন। সুপারিশসমূহ হলোঃ

উদ্যোক্তারা যাতে ডিজাইন সংক্রান্ত সব ধরণের সহায়তা যেমন ডিজাইন উন্নয়ন, পণ্য উন্নয়ন, যন্ত্রপাতি, রং প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় সহায়তা একটা Common Platform এ পেতে পারে সেই লক্ষ্যে জেডিপিসিতে একটি one stop solution centre চালু করা; জেডিপিসিতে একটা আধুনিকমানের ডিজাইন সংক্রান্ত Research and Development Unit স্থাপন করা; পর্যাপ্ত মানসম্মত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ডিজাইনার তৈরী; প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ ও ফোকাস সুনির্দিষ্ট করা। জেডিপিসিতে একটি কালার ব্যাংক তৈরী করা যেখান থেকে কালার স্পেসিফিক সার্ভিস প্রদান করা যায়। উদ্যোক্তারা ডিজাইন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষণ, কোথায় এবং কার কাছে গেলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ, সংযোগিতা ও দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে সে সংক্রান্ত একটি ইনফরমেশন সেয়ারিং সেন্টার জেডিপিসিতে থাকতে হবে। এ সেন্টার থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। বহুমুখী পাটপণ্য সংশ্লিষ্ট ফ্যাক্টরীসমূহ compliance করা যাতে করে আন্তর্জাতিক বাজারে এ ফ্যাক্টরীগুলোর গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং বায়াররা সরাসরি এ ফ্যাক্টরীগুলো থেকে পণ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে আস্থা পায়। জেডিপিসিতে একটি আধুনিক মানের ডিজাইন ল্যাব ও ডিজাইন ব্যাংক তৈরী করা যেখানে নতুন নতুন ডিজাইন সৃষ্টির পাশাপাশি চলমান ও পুরোনো ডিজাইনসমূহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হবে। আন্তর্জাতিক বাজার উপযোগী ডিজাইন উদ্ভাবনের পাশাপাশি দেশীয় বাজার উপযোগী ডিজাইন উদ্ভাবনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। পাটশিল্প সংক্রান্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানসমুহে সার্বক্ষণিক ডিজাইনার নিয়োগ দেয়া যাতে করে তারাও উদ্যোক্তাদের এ সংক্রান্ত সহযোগিতা দিতে পারে; বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চারু ও কারুকলা বিভাগসহ যারা ডিজাইন নিয়ে সার্বক্ষণিক কাজ করছে তাদেরকে আরো বেশী বেশী বহুমুখী পাটপণ্যের ডিজাইন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করা; জেডিপিসি'র উদ্যোগে বছরব্যাপী নিয়মিত ডিজাইন সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা. কর্মশালা, সেমিনার প্রভৃতি আয়োজন করা; জেডিপিসি'র উদ্যোগে একটি সেন্ট্রাল ডিজাইন ইনস্টিটিউট তৈরী করা; ডিজাইন সংক্রান্ত উদ্যোগ শুধুমাত্র ঢাকাকেন্দ্রীক না করে তা বিকেন্দ্রীকরণ করা এবং সারাদেশে এ উদ্যোগসমূহ ছড়িয়ে দিতে হবে। জেডিপিসি'র উদ্যোগে দেশের স্বীকৃত ডিজাইনারদের সমন্বয়ে একটি ডিজাইন কনসালটেশন গ্রুপ তৈরী করা যাতে তারা উদ্যোক্তাদের এ সংক্রান্ত পরামর্শ ও সহযোগিতা দিতে পারে। প্রয়োজনে এ প্রক্রিয়ার সাথে আন্তর্জাতিক ডিজাইন কনসালটেন্টদেরকে যুক্ত করা; জেডিপিসি'র উদ্যোগে ডিজাইন উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য প্রচারের জন্য একটি স্বতন্ত্র ওয়েবসাইট তৈরী করা; ডিজাইন উন্নয়নের জন্য দেশী এবং বিদেশের বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা নেয়া অত্যন্ত জরুরী। এ বিষয়ে জেডিপিসি'র উদ্যোগ নেয়া ও ডিজাইন উন্নয়নের জন্য এ সংশ্লিষ্ট কাঁচামালসমুহের সার্বক্ষণিক ও

নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা জরুরী। বহুমুখী পাটপণ্য ব্যবহারের জন্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারণা বৃদ্ধি ও সচেতনতা বাড়ানো; জেডিপিসি’র চলমান ডিজাইন সেকশন-এ সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণ; উদ্ভাবনী ডিজাইন এর কপিরাইট এর ব্যবস্থা করা যাতে করে সংশ্লিষ্ট ডিজাইনের উপর ডিজাইনার বা উদ্যোক্তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে করে ডিজাইন উন্নয়ন বিষয়টি প্রতিযোগীতামূলক হবার সম্ভাবনা দেখা দিবে। জেডিপিসি’র উদ্যোগে ডিজাইন এর উপর নিয়মিত গবেষণা করা এবং গবেষণা পত্র আহবান করা; জেডিপিসি’র উদ্যোগে নিয়মিত ডিজাইনের উপর প্রদর্শনীর আয়োজন করা এবং মানসম্মত ও যুগোপযোগী ডিজাইনসমূহকে পুরুস্কৃত করা ও স্বীকৃতি দেয়া যাতে তারা ভবিষ্যতে আরো ভালো ডিজাইন সৃষ্টির জন্য উৎসাহিত হয়। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ডিজাইনার, উদোক্তা ও বায়ারদের নিয়ে নিয়মিত কর্মশালা করা যাতে করে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। বহুমুখী পাটপণ্য ব্যবহারের জন্য নতুন প্রজন্মকে লক্ষ্য করে তাদের উপযোগী পণ্য তৈরী করা এবং সেই অনুযায়ী ডিজাইন করা; বহুমুখী পাটপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ই-কর্মাস এর ব্যবহার বৃদ্ধি করা; জেডিপিসি’র উদ্যোগে বছরব্যাপী ডিজাইনার ও উদ্যোক্তাদের নিয়ে ডিজাইন উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যে একটি প্রশিক্ষণ পঞ্জী/ক্যালেন্ডার তৈরী করা; জেডিপিসি’র উদ্যোগে বছরব্যাপী বহুমুখী পাটপণ্যসমূহের প্রত্যেকটি আইটেম এর ক্ষেত্রে ডিজাইনার ও উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে নতুন নতুন ডিজাইন আহবান করা। প্রাপ্ত ডিজাইনসমূহ থেকে যথাযথ ও যুগোপযোগী মানসম্পন্ন ডিজাইনসমূহকে নির্বাচিত করে পুরস্কৃত করা। এতে ডিজাইনে বৈচিত্র্য আনা সম্ভব হবে; দেশীয় বাজার সম্প্রসারণে বিভিন্ন জাতীয় দিবসকেন্দ্রিক পাটপণ্যের ডিজাইন করা; চারুকলার মতো প্রতিষ্ঠান যারা ডিজাইন নিয়ে কাজ করে থাকে সেখানে পাটপণ্য ডিজাইন সংক্রান্ত একটি আলাদা শাখা চালু করা, যাতে এটি একটি স্বতন্ত্র ও স্বীকৃত কারুশিল্প হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

(গ) কর্মশালায় বহুমুখী পাটপণ্যের ভবিষ্যৎ ডিজাইন করার ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয় তা হলোঃ

(১) প্রতিটি ডিজাইন অবশ্যই মৌলিক হতে হবে;

(২) কোনভাবিই প্রচলিত ডিজাইন এর নকল করা যাবে না;

(৩) ডিজাইনকৃত পণ্যটির targeted ক্রেতা গোষ্ঠী কারা অর্থাৎ কাদের জন্য এ পণ্যটি ডিজাইন করা হয়েছে তা পরিস্কারভাবে বিবেচনায় রাখা;

(৪) পণ্যটি তৈরী করতে কি কি ধরণের কাঁচামাল ব্যবহৃত হবে তার সুনির্দিষ্ট তালিকা রাখা; অর্থাৎ এটি Industrial Material নাকি হ্যান্ডলুম তা পরিস্কারভাবে চিহ্নিত করা;

(৫) পণ্যটির ডিজাইনের ক্ষেত্রে কোন Value Addition Technique অর্থাৎ প্রিন্ট, ডাই, লেমিনেশন এমন কিছু বাড়তি উপাদান যোগ করা হবে কিনা যার ফলে বাড়তি মূল্য সংযোজিত হয় এ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া;

(৬) পণ্যটি তৈরী করতে কি কি ধরণের Accessories ব্যবহার করা হবে তা সুনির্দিষ্ট করা;

(৭) পণ্যটির color combination কেমন হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা। চেষ্টা করতে হবে যাতে কমপেক্ষ ৩টি রং এর combination করা হয়;

(৮) পণ্যটির উৎপাদন সময়সীমা এবং সম্ভাব্য বাজারজাতকরণ মুল্য নির্ধারণ করা; এবং

(৯) পণ্যটির ক্ষেত্রে Size variation আছে কি না? থাকলে মোট কয়টি Size এ পণ্যটি তৈরী করা হবে তা নির্দিষ্ট করা।

এই কর্মশালা থেকে বহুমুখী পাটপণ্যের ডিজাইন সংক্রান্ত বর্তমান সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। এই চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার জন্য যেসকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে সে ব্যাপারেও বেশ কিছু সুপারিশ পাওয়া গেছে। এছাড়াও ভবিষ্যত ডিজাইন এর ক্ষেত্রে যে সকল মৌলিক বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিতে হবে সে ব্যাপারেও দিক নির্দেশনা পাওয়া গেছে। আর এসকল সুপারিশ ও দিক নির্দেশনা জেডিপিসি’র ভবিষ্যত কর্মপন্থা প্রণয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ কর্মশালার সাথে সংশ্লিষ্ট বহুমুখী পাটপণ্য উদ্যোক্তাবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ, ডিজাইনারবৃন্দ এবং জেডিপিসি’র সকল সহকর্মীবৃন্দকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

নাসিমা বেগম
যুগ্মসচিব ও নির্বাহী পরিচালক
জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩. বহুমুখী পাটপণ্য খাতে বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য সেমিনার/ওয়ার্কশপ এর অগ্রগতি: সারাবিশ্ব বর্তমানে পরিবেশবান্ধব পণ্য ব্যবহারের দিকে ঝুকছে। সচেতনতা কর্মশালার মাধ্যমে প্লাস্টিক ও পলিথিন ব্যবহারে পরিবেশ বিপর্যয়ের ভয়াবহতা এবং পাটপণ্য ব্যবহারের পরিবেশগত ইতিবাচক দিক তুলে ধরা হয়। এসব কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে উচ্চমূল্য সংযোজিত বহুমুখী পাটপণ্যের সুফল সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা। এ পর্যন্ত প্রায় ২৭ টি সচেতনতা কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে।

ক্রমিক নং	গৃহীত কার্যক্রম	অর্জন	কার্যক্রমের নাম	স্থান	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১।	উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন;	০৮ টি	উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা	ঢাকা, (জেডিপিসির কনফারেন্স রুম)।	১৮ আগষ্ট, ২০১৫	৫০ জন
			উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন;	ঢাকা, (জেডিপিসির কনফারেন্স রুম)।	০২ সেপ্টেম্বর ২০১৫	৪০ জন
			জামালপুর মেলা বিষয়ক কর্মশালা	ঢাকা, (জেডিপিসির কনফারেন্স রুম)।	২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫	৩০ জন
			বহুমুখী পাটপণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বিষয়ক কর্মশালা	জামালপুর	০৩ অক্টোবর ২০১৫	৪০ জন
			চিটাগাং মেলা বিষয়ক কর্মশালা	ঢাকা, (জেডিপিসির কনফারেন্স রুম)।	২০ অক্টোবর ২০১৫	২০ জন
			বহুমুখী পাটপণ্য বিক্রয় বিষয়ক কর্মশালা (বিমান বন্দরের সেল সেন্টার)	ঢাকা, (জেডিপিসির কনফারেন্স রুম)।	১৩ নভেম্বর ২০১৫	৪০ জন
			বানিজ্য মেলা বিষয়ক কর্মশালা	ঢাকা, (জেডিপিসির কনফারেন্স রুম)।	০৭ ডিসেম্বর ২০১৫	৬০ জন
			বহুমুখী পাটপণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বিষয়ক কর্মশালা	ডিসি অফিস (যশোর)	১৫ এপ্রিল ২০১৬	৩২ জন

১৪. বহুমুখী পাটপণ্যের বাজার সমীক্ষাপূর্বক সম্প্রসারণ ও সম্ভাবতা যাচাই

ক্রমিক নং	স্থান	তারিখ	অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা
০১।	জেইএসসি, ঢাকা	০১-৩১ ডিসেম্বর ২০১৫	১৩৮ টি প্রতিষ্ঠান
০২।	জামালপুর	০১ -৭ আগষ্ট ২০১৫	৪৩ টি প্রতিষ্ঠান
০৩।	রংপুর	০১-৩০ নভেম্বর ২০১৫	৪১ টি প্রতিষ্ঠান
০৪।	কক্সবাজার	২৬-২৮ মার্চ ২০১৬	১২ টি প্রতিষ্ঠান
০৫।	চট্টগ্রাম	৮-১২ নভেম্বর ২০১৫	১৬ টি প্রতিষ্ঠান

১৫. ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন

বহুমুখী পাটপণ্যের বাজার সৃষ্টি এবং রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষে পাটপণ্যের ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের সম্মিলন আয়োজন করা হয়। যেখানে উদ্যোক্তাগণ ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্য তাদের উৎপাদিত মানসম্পন্ন পণ্য প্রদর্শনীর মাধ্যমে পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেখানে ক্রেতা-বিক্রেতা ছাড়াও বিভিন্ন ব্যাংক অংশগ্রহণ করে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ যাতে সহজ শর্তে ঋণ পেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ব্যাংকারদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়।

ক্রমিক নং	স্থান	তারিখ	অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা
০১।	জেলা প্রশাসন কনফারেন্স রুম, যশোর	১৫ এপ্রিল	৮০ জন
০২।	জেলা প্রশাসন কনফারেন্স রুম, জামালপুর	০৫ আগষ্ট ২০১৫	৪৩ জন

১৬. উত্তম চর্চা, সদাচার:

- অফিসিয়াল দৈনন্দিন কাজ/ইস্যু বিষয়ে জেডিপিসি'র সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণে প্রতিদিন সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সকলের মতামতের ভিত্তিতে সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রচেষ্টা নেয়া হয়।

- জেডিপিসি'র কার্যক্রমসমূহের যথাসময়ে মানসম্মত বাস্তবায়ন এবং কর্মপ্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার সমন্বয়ে কতগুলি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি গুলো হলোঃ

  ১। এপিএ কমিটি
  ২। জিআরএস কমিটি
  ৩। ইনোভেশন কমিটি
  ৪। শুদ্ধাচার কমিটি

- জেডিপিসি'র website আকর্ষণীয় আঙ্গিকে উপস্থাপন এবং সমৃদ্ধকরণ করা হয়েছে। ওয়েবসাইটটি a2i প্রকল্পের সহযোগিতায় ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- প্রতিষ্ঠানের কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি, উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি, নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের জন্য নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন ও সেগুলোকে চর্চা করার লক্ষ্যে জেডিপিসি'র ইনোভেশন টীম কাজ করছে।

- জেডিপিসি'র তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী, টেলিফোন নম্বর এবং তথ্য প্রদান সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। জনগণের তথ্য জানার অধিকার সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে।

- সেবা প্রদান সহজীকরণে জেডিপিসি'র কার্যক্রমসমূহকে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের আওতায় আনা হয়েছে।

১৭. **উদ্ভাবন (ইনোভেশন):**

- A2i প্রকল্পের সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের ৭ম পর্বে জেডিপিসি কর্তৃক প্রণীত **"ডিজিটাল জুট মার্কেটপ্লেস"** প্রকল্পটি অনুমোদন লাভ করেছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে জেডিপিসি'র সেবা/কার্যক্রমসমূহ যেমন: প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, জেডিপিসি'র কাঁচামাল ব্যাংকের কার্যক্রম, মেলা ও প্রমোশনাল কার্যক্রম এবং বহুমুখী পাটপণ্যের বিপণন কার্যক্রম ইত্যাদি অনলাইনের আওতায় আসবে। সেবা গ্রহণকারী জনগণ ঘরে বসেই জেডিপিসি'র তথ্য ও সেবাসমূহ গ্রহণ করতে পারবেন।

১৮. **ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্জনের জন্য কার্যক্রমঃ**

জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) কর্তৃক গৃহীত ডিজিটাল পদক্ষেপসমূহঃ

ক্রমিক নং	গৃহীত পদক্ষেপসমূহ	এগুলোর অগ্রগতি
১।	এটুআই প্রকল্পের সহায়তায় "ডিজিটাল জুট মার্কেটপ্লেস" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন	এ প্রকল্পের আওতায় জেডিপিসি'র সেবাসমূহকে ডিজিটালাইজড করা এবং উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত বহুমুখী পাটপণ্য অনলাইনে বিক্রীর ব্যবস্থা করা।
২।	তথ্য সম্বলিত ওয়েব সাইট নির্মাণ;	ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালের আওতায় জেডিপিসি'র ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। ওয়েব সাইটের মাধ্যমে সংস্থা পরিচিতি, কার্যক্রম, বহুমুখী পাটপণ্যের প্রদর্শন, বিজ্ঞপ্তি/নোটিশ ইত্যাদি প্রচার করা হয়।
৩।	পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রজেক্টরের মাধ্যমে বহুমুখী পাটপণ্যের প্রদর্শন;	১। জেডিপিসি পরিচালিত বহুমুখী পাটপণ্যের প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২। মেলা ও প্রদর্শনীতে প্রজেক্টরের মাধ্যমে বহুমুখী পাটপণ্যের প্রদর্শনীসহ তথ্য সম্বলিত ডকুমেন্টরী প্রদর্শন করা হয়।
৪।	সেবা সহজীকরণ;	জনগণের সেবা প্রাপ্তি সহজীকরণের লক্ষ্যে জেডিপিসি'র বহুমুখী পাটপণ্য উদ্যোক্তা সেবা কেন্দ্র (জেইএসসি) ঢাকাতে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে। বহুমুখী পাটপণ্য সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ও সহযোগিতা উক্ত সেন্টার থেকে প্রদান করা হচ্ছে।
৫।	ফ্যাক্স/ই-মেইল এর সর্বোত্তম ব্যবহার;	জরুরী চিঠিপত্র ফ্যাক্স/ই-মেইল যোগে দপ্তর সংস্থায়/উদ্যোক্তাদের প্রেরণ করা হয়। ইন্টারনেট সংযোগ নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে জেডিপিসি'র প্রধান কার্যালয়ে WiFi সংযোগসহ জেডিপিসি'র আঞ্চলিক অফিসগুলোতে ব্রডব্যান্ড সংযোগ নেয়া হয়েছে।
৬।	ফেইসবুকে জেডিপিসি'র অফিসিয়াল পেইজ খোলা হয়েছে;	ফেইসবুক পেইজের মাধ্যমে জেডিপিসি'র কার্যক্রমের তথ্যাদি নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে।
৭।	অফিসিয়াল কাজে ইউনিকোড সফটওয়্যার এর ব্যবহার চালুকরণ;	জেডিপিসি'র সমস্ত অফিসিয়াল কাজে ইউনিকোড এর ব্যবহার করা হচ্ছে।

১৯। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি:

গত ১৩.১০.২০১৫ তারিখে বস্ত্র ও পাটমন্ত্রণারয়ের সভাকক্ষে নির্বাহী পরিচালক, জেডিপিসি এবং সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রনালয়ের মধ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়েছে । ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ০৪ টি ত্রৈমাসিক ও ০২ অর্ধবার্ষিক ও ০১ টি বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানোর লক্ষ্যমাত্রার বিপরিতে ০৭ (সাত) টি প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করছেন নির্বাহী পরিচালক জেডিপিসি

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর শেষে সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ও নির্বাহী পরিচালক, জেডিপিসি

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সচিব, বস্ত্র ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

জুট জিও-টেক্সটাইল

২০। **জেডিপিসি'র অন্যতম উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাটের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে "Development and Application of Potentially Important Jute Geotextiles (CFC/IJSG/21)" প্রকল্প বাস্তবায়ন।**

- বাস্তবায়নাধীন Development and Application of Potentially Important Jute Geotextiles (CFC/IJSG/21) প্রকল্পের আওতায় ৫টি রাস্তা নির্মাণ, ৩টি নদীর পাড় ভাঙ্গন ও ২টি পাহাড় ধ্বস রোধে জুট জিও-টেক্সটাইলস এর ব্যবহার সংক্রান্ত মোট ১০টি ফিল্ড ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

- **স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সড়ক পরিবহন ও সেতু বিভাগ** কর্তৃক কাজের রেট সিডিউলে ইতোমধ্যে জুট জিও-টেক্সটাইলস অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

- **বাংলাদেশ রেলওয়ের** কাজের রেট সিডিউলে জুট জিও-টেক্সটাইলস এর অন্তর্ভূক্তির কাজটি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

- **পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের** রেট সিডিউলে জুট জিও-টেক্সটাইলস অন্তর্ভূক্তির কাযক্রম চলছে।

- এছাড়া সেনাবাহিনীর **Special Works Organization (SWO)** ২০১১ সাল থেকেই নির্মাণ কাজে জেজিটির এর ব্যবহার শুরু করেছে। SWO শুধুমাত্র হাতির ঝিল প্রকল্পের সাড়ে চার লক্ষ বর্গ মিটারের অধিক পরিমানে জেজিটি ব্যবহার করেছে।

- রেট সিডিউলে অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে দেশীয় পর্যায়ে জুট জিও-টেক্সটাইলস স্বীকৃতি পেতে শুরু করেছে।

- বাংলাদেশের পাটকলগুলোর জেজিটি উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রস্তুতির বিষয়ে সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত সার্ভে থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জেজিটির আভ্যন্তরীন মোট চাহিদা বছরে প্রায় ১৪.১৯ কোঃ বঃমিঃ যার মূল্য মোট মূল্য ৭৪১.৫২ কোটি টাকা। Standard Specification for JGT প্রণীত হয়েছে এবং BSTI এর প্রাথমিক অনুমোদন লাভ করেছে।

-------- x ---------